

আমানবিহীন সকল কাফেরের জান-মাল হালাল

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য। যারা এই ইবাদতের দায়িত্ব পালন করবে (তথা ঈমানদারগণ) তারাই পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার এবং পৃথিবীর শাসন-কর্তৃত্ব পরিচালনা করার অধিকার রাখে। পক্ষান্তরে যারা তার কুফরি করবে, তারা তাদের স্বাধীনতা হারাবে। হয়তো তাদেরকে ঈমান এনে ঈমানদারদের কাতারে शामिल হতে হবে; নয়তো ঈমানদারদেরকে জিযিয়া দিয়ে, তাদের থেকে আমান (নিরাপত্তা) নিয়ে, তাদের অধীনস্থ যিম্মি (أهل الذمة) হয়ে থাকতে হবে। এই ঈমান বা আমান ব্যতীত কাফেরের জান-মালের কোন নিরাপত্তা নেই। অতএব, যেসব কাফের ঈমানও আনেনি, জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হতেও রাজি হয়নি— তাদের জান-মাল মুসলমানদের জন্য হালাল। তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে, তাদের মাল লুণ্ঠন করা হবে। বন্দী করে তাদের গোলাম-বাঁদি বানানো হবে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলবে, যতক্ষণ না ঈমান আনে বা জিযিয়া প্রদানকরত যিম্মি হতে সম্মত হয়। কাফেরদের ক্ষেত্রে এটাই শরীয়তের মূল বিধান।

তবে সাময়িক প্রয়োজনে শরীয়ত আরো দুই ধরনের অস্থায়ী আমানের বৈধতা দিয়েছে—

১. **المعاهدة বা المودعة** তথা কাফের রাষ্ট্রের সাথে সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি। কখনোও যদি মুসলমানদের কোন দিক দিয়ে কোন দুর্বলতা থাকে, যার ফলে কোন কাফের রাষ্ট্রের সাথে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ রাখার চুক্তি করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে শরীয়ত অস্থায়ীভাবে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি করে নেয়ার অনুমতি দেয়। তবে এটা একান্তই মুসলমানদের মাসলাহাতের সাথে সম্পর্কিত। মাসলাহাত না থাকলে এ ধরনের চুক্তি বৈধ নয়। চুক্তির পর যখন তা রহিত করার মাঝেই মাসলাহাত নিহিত থাকে, তখন তা বহাল রাখাও জায়েয নয়। এ ধরনের চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ‘মুআহাদ’ (المعاهد) বলে।

২. **الاستئمان** তথা বাণিজ্যিক সুবিধার্থে কিছু কাফেরকে দারুল ইসলামে আসা যাওয়ার সাময়িক সুবিধা প্রদান। কাফের মুসলমানদের কাছ থেকে আমান নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দারুল ইসলামে আসবে। নির্দিষ্ট সময় শেষে আবার দারুল হরবে ফিরে যাবে। তবে এ ধরনের চুক্তি এক বছরের কম সময়ের জন্য হওয়া আবশ্যিক। ব্যবসার উদ্দেশ্যে পূর্ণ এক বছর কোন কাফেরকে দারুল ইসলামে অবস্থান করতে দেয়া বৈধ নয়। আবার সকল কাফেরকে সমান সুযোগ দিয়ে দেয়াও বৈধ নয়। যাকে যতটুকু সময় দিলে মুসলমানদের কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, তাকে ততটুকু সময়ই দেয়া যাবে, এর উর্ধ্বে নয়। কারো জন্য চার মাস হবে, কারো জন্য ছয় মাস হবে, কারো জন্য আরেকটু কম বা বেশি হবে। এ ধরনের আমানপ্রাপ্ত কাফেরকে ‘মুস্তামিন’ (المستأمن) বলে।

অতএব, আমানপ্রাপ্ত কাফের মোট তিন প্রকার হল:

১. যিম্মি (أهل الذمة)। এদের নিরাপত্তা চুক্তি আজীবনের জন্য। এরা দারুল ইসলামের বাসিন্দা। এদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু হেফাজতের সার্বিক দায়িত্ব মুসলমানদের। এরা কখনোই দারুল হরবে ফিরে যেতে পারবে না। এদের কেউ দারুল হরবে পালিয়ে গেলে হরবী কাফেরদের মতো তার জান-মালও মুসলমানদের জন্য হালাল হয়ে যাবে।

২. ‘মুআহাদ’ (المعاهد)- যাদের সাথে সাময়িক সময়ের জন্য যুদ্ধ বিরতির চুক্তি হয়েছে।

৩. ‘মুস্তা’মিন’ (المستأمن)- সাময়িক সময়ের জন্য যাদেরকে দারুল ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

চুক্তিবদ্ধ এই তিন প্রকার কাফের যতদিন চুক্তির অটল থাকবে বা তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ না হবে, ততদিন তাদের জান-মাল নিরাপদ। পক্ষান্তরে যদি তাদের থেকে চুক্তি ভঙ্গের কোন কিছু পাওয়া যায়, কিংবা তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের জান-মাল মুসলমানদের জন্য হালাল। তাদের বিরুদ্ধে চলবে যুদ্ধ। হত্যা করা হবে। বন্দী করা হবে। তাদের মাল-সম্পদ ও বিবি-বাচ্চা গনিমত বানানো হবে। তা চলবে যতদিন না তারা ঈমান আনে কিংবা জিযিয়া প্রদানকরত যিম্মি হয়ে থাকতে সম্মত হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

{فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصِرُوهُمْ
وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }

‘অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করা এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে (ওৎপেতে) বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়- তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

{ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }

‘তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।’^২

ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.) বলেন:

فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية. اهـ

“এ দুই আয়াত বুঝাচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া ফরয, যতক্ষণ না তারা হয়তো মুসলমান হয়ে যায়, কিংবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়।”^৩

সহীহ বুখারী শরীফে এসেছে:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.

“হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন— আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যেতে আদিষ্ট হয়েছে, যতক্ষণ না তারা স্বাক্ষ্য দেয়: আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল; এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা তা সম্পাদন করবে, তখন আমার থেকে তারা তাদের জান-মালের সুরক্ষা লাভ করবে। তবে ইসলামের কোন হকের কারণে যদি জান-মালের উপর আঘান হানতে হয়, তাহলে তা ভিন্ন কথা। আর তাদের (আভ্যন্তরিণ) হিসাব-নিকাশ আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে।”^৪

সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে:

১. তাওবা: ২৯

২. আহকামুল কুরআন: ৩/৫২১

৩. সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২৫

عن سليمان بن بريدة عن ابيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر اميرا على جيش أو سرية ... قال: اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فان هم ابوا فسلهم الجزية، فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.

“হযরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা - বুরাইদা রাদি. - থেকে বর্ণনা করেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোন জাইশ-বড় বাহিনী বা সারিয়্যা-ছোট দলের আমীর নিযুক্ত করতেন ... তখন তাকে বলে দিতেন, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর নামে ঐসব লোকের বিরুদ্ধে কিতাল করবে, যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে। ... যখন তুমি তোমার দুশমন মুশরিকদের মুকাবেলায় যাবে, তখন তাদেরকে তিনটি জিনিসের আহ্বান জানাবে; এর যে কোন একটায় তারা সম্মত হলে তুমি তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করবে:

(প্রথমত) তাদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে।

যদি তারা এতে অসম্মতি জানায় তাহলে জিযিয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে।

যদি তারা এতেও অসম্মতি জানায়, তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।”

ইমাম শাফিয়ি রহ. (মৃত্যু: ২০৪হি.) বলেন,

حقن الله الدماء، ومنع الأموال إلا بحقها بالإيمان بالله، وبرسوله أو عهد من المؤمنين بالله ورسوله لأهل الكتاب، وأباح دماء البالغين من الرجال بالامتناع من الإيمان إذا لم يكن لهم عهد. اهـ

“ইসলামের কোন হক যদি না পাওয়া যায়, তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনা কিংবা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর যারা ঈমান রাখে, সেসব মুমিনের পক্ষ থেকে

(নিরাপত্তা) চুক্তির শর্তে আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের জান-মালের নিরাপত্তা দিয়েছেন। আর যদি তারা ঈমান আনতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, তাহলে তাদের বালগ পুরুষদের রক্ত (ঈমানদারদের জন্য) হালাল করে দিয়েছেন, যদি তাদের সাথে কোন চুক্তি না থাকে।”^৬

ইমাম ত্ববরী রহ. (মৃত্যু: ৩৪০হি.) বলেন,

أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا
من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. اهـ

“আইম্মায়ে কেরামের ইজমা: কোন মুশরিক যদি হারাম শরীফের সকল গাছের ছালও তার গর্দান ও বাহুদ্বয়ে জড়িয়ে নেয়, তবুও তা তাকে হত্যা থেকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না, যদি না মুসলমানদের সাথে আগে থেকেই তার যিম্মার বা আমানের চুক্তি থাকে।”^৭

মোটকথা: কাফেরদের জান-মাল মুসলমানদের জন্য হালাল। তাদের নিরাপত্তার সূরত দুইটির কোন একটা- হয়তো ঈমান আনবে, নয়তো যিম্মি হয়ে থাকবে। যেসব কাফের এ দুটির কোন একটাতে সম্মত না হবে, আল্লাহ তাআলা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয করেছেন। তারা যদি মুসলমানদের কোন ক্ষতি নাও করে, এমনকি কোন ক্ষতির পরিকল্পনাও না করে, তবুও তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয। কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ এ ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল্লাহর রাসূল ও তার সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী যামানার মুসলিম উমরাগণের সীরাত এর জ্বলন্ত স্বাক্ষরী। চারো মাযহাবের আইম্মায়ে কেরামসহ অন্যান্য আইম্মায়ে কেরাম এতে একমত।
